একজন লালমুন ক্ষং বোমের স্বীকারোক্তিতে

চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গি-সন্ত্রাসী-অস্ত্রের নেটওয়ার্ক

সুমি খান, *চট্টগ্রাম থেকে*

র‍্যাব-৭ গত ১৭ সেপ্টেম্বর অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করেছে পাঁচজনকে। এদের মধ্যে একজন লালমুন ক্ষং বোম ওরফে লালা।

পার্বত্য সীমান্ত এলাকা দীর্ঘদিন অস্ত্র পাচারের নিরাপদ রুট হিসেবে আলোচিত। বিভিন্ন সময় অত্যাধুনিক অস্ত্রসহ আটক হয়েছে অস্ত্র ব্যবসায়ী অথবা অস্ত্র পাচারকারী দলের সদস্য। লালা তেমনই একজন।

লালা নিজেকে দাবি করেছেন আর্মির সোর্স হিসেবে। সোর্সের কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন এই অঞ্চলের অবৈধ অস্ত্র চোরাচালান এবং সন্ত্রাসীদের নেটওয়ার্ক। তারপর জড়িয়ে গেছেন এই চক্রের সঙ্গে। তার কিছু কিছু স্বীকার করেছেন আবার কিছু অস্বীকারও করেছেন। তবে তার স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের অবৈধ অস্ত্রের চোরাচালান এবং সন্ত্রাসীদের গতিবিধি বোঝা যায়।

অত্যাধুনিক একে-২২সহ আটক হয়েছেন আপনি। কিভাবে জড়িত হলেন অস্ত্র ব্যবসায়?

'আমার এলাকার মহিলা জিউ জিউ ময় আমাকে প্রায় ২ সপ্তাহ আগে বলে, একটা একে-২২ আছে, নেবে?' আমাকে বলেছে, বেচে দিলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে।'

সাধারণ কেউ নিশ্চয়ই অস্ত্র বেচাকেনায় যুক্ত হবে না যদি পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকে। আপনি এর আগে কতোবার এ কাজ করেছেন?

'আগে আমি আর্মির সোর্সের কাজ করেছি। অস্ত্র এবারই প্রথম নিলাম, ধরা খেলাম। টাকা পাবার কথা ছিল অনেক, তাই অস্ত্রটা নিয়েছি।'

কতো টাকা? কার মাধ্যমে লেনদেন?

'জিউ জিউ ময় বলেছে, ৬৫,০০০ টাকায় একে-২২ বেচে দিতে। আমি গফুরকে দিয়েছি ৮০ হাজার টাকায় বেচে দিতে। এখান থেকে গফুর পাবে ১০ হাজার টাকা, আমি ৫ হাজার টাকা, জিউ জিউ ময়কে ৬৫ হাজার টাকা দেবো-এরকম ভেবেছিলাম। এটা বেচা হলে আরো অস্ত্র দেবার কথা ছিল।'

গফুরকে কিভাবে চেনেন? অস্ত্র ব্যবসায় কতোদিন ধরে জড়িত গফুর?

'গফুরের সঙ্গে কাঠের ব্যবসা করতে গিয়ে পরিচয়। ওকে বেচতে দিলে টাকা মার খাবো না, তাই দিয়েছি। আমরা দু'জনেই এ ব্যবসায় নতুন। তাই ধরা খেয়েছি। আমি ৫ টাকা দামের বাজারের ব্যাগে এ অস্ত্র যেমন পেয়েছি, গফুরের হাতেও তেমনি দিয়েছি ব্যাগসহ। ধরে দেখিনি পর্যন্ত।'

আপনি কি সত্যি বলছেন?

আমি বোম জাতির লোক। আমরা মরলেও মাটিতে কবর দেয়। সত্যি কথা বলি। জিউ জিউ ময়কে অনেক দিন ধরে চিনি। এলাকার মহিলা। অস্ত্র কোথা থেকে দিচ্ছে কিছুই জানি না। আমি আর্মির সোর্স ছিলাম। অস্ত্র ব্যবসায়ীরা পেলে আমাকে মেরে ফেলবে। দেশের জন্যে কাজ করেছি।'

দেশের জন্য কী কাজ করেছেন?

'১৯৯৫, '৯৬, '৯৭ সাল থেকে আর্মির সোর্স হিসেবে কাজ করেছি। মেজর আকরাম, মেজর জেনারেল সুলতান ইকবাল উদ্দিনের সঙ্গে থেকে শান্তিবাহিনীর অনেককে সারেন্ডার করিয়েছি। তখন মেজর জেনারেল ছিলেন না সুলতান ইকবাল, ছিলেন লেফটেন্যান্ট। রুমা জোনের এ আর্মি অফিসারের কাছে শান্তিবাহিনীর মেজর উইলিয়ামকে আত্মসমর্পণ করাই। তখন ক্যাপ্টেন আশফাকুল বারী, ক্যাপ্টেন তৌফিককে নিয়ে চাইখিয়াং (বার্মা বর্ডার এলাকা) ক্যাম্প লুটপাট করি। ফায়ারিং করে উড়িয়ে দিয়েছি। এটা সম্ভবত '৯২-এর ১০ জানুয়ারির কথা।'

এ কাজে আপনি পুরস্কৃত হয়েছেন?

'আফ্রিকা থেকে দেশে আসার সময় প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন লে. কর্নেল রফিকুল ইসলাম, তিনি আমাকে তখন ২০ হাজার টাকা সোর্স মানি দিয়েছেন।'

কাদের ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব ছিল আপনার?

'জেএসএসকে চিনি। সন্তু লারমার লোকদের ধরিয়ে দিয়েছি আমি আর্মির হাতে। অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানের আগে থেকে আমি এ দায়িত্ব পালন করে সরকারকে সাহায্য করেছি।'

অস্ত্র সমর্পণের মাধ্যমে জেএসএস নেতা-কর্মী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে, জানেন? এরপর কী দায়িত্ব ছিল আপনার ?

'অস্ত্র সমর্পণের পরেও এক মেজরকে আত্মসমর্পণ করিয়েছি। ২০০০ সালের আগে আরাকান আর্মি পাহাড়ি-বাঙালিকে অপহরণ করে। তাদের সোর্স 'কালার' করে আর্মি নিয়ে উদ্ধার করি ওদের। ৪-৫ জনকে গ্রেপ্তার করাই।'

এর বিনিময়ে কী পেয়েছেন?

'তখন তো ঘটনাস্থলে যাই নাই। তাই খরচের জন্য ৫০০০ হাজার টাকা দেয়।'

এখন কী করেন আপনি?

'রুমা জোনের কর্নেল কামাল বলেছেন অস্ত্র ধরিয়ে দিতে। আমি পারি নাই। রুমা ক্যান্টনমেন্টে পোখলা, তংতং ইয়ার, তীর্থ মাস্টার সোর্সের কাজ করছে। আমিও করবো। কিন্তু আমাকে যদি চিনে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা, তাহলে মেরে ফেলবে। আমি খুব বিপদে পড়েছি।'

আপনি কী চাইছেন? র‍্যাব কেন ধরেছে আপনাকে?

'লোভে পড়ে ভুল একটা করছি। তাই র‍্যাব ধরছে। কিন্তু সোর্স হিসেবে আমাকে সরকারের আশ্রয় দেয়া উচিত।'

সোর্সের কতোটা দায়িত্ব পালন করেছেন আপনি? আন্ডারওয়ার্ল্ডের কারা অস্ত্র ব্যবসায় জড়িত?

'আমি প্র্যাকটিক্যালি যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেও গিয়ে অস্ত্র ধরেছি। এখন আন্ডারওয়ার্ল্ডে অনেক অস্ত্রই তো আসছে। ইউপিডিএফের নেতাদের চিনি না আমি। কিন্তু জানি ওদের হাতে অনেক অস্ত্র আছে। এই অস্ত্র বিক্রি হলে ৫ হাজার টাকা পেলে আমার লস্ অনেক কমে যেতো।

কিসের লস্ আপনার?

'বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কেওক্রাডংয়ে আমার 'গয়াল ফার্ম' ছিল। অনেক লস্ গেছে এ ফার্মে। তাই অস্ত্রের ব্যবসায় কিছু টাকা পেলে লস কাটিয়ে উঠবো ভেবেছি। এখন আমাকে সরকারের ক্যান্টনমেন্টে রাখা উচিত। তাহলে নিরাপদে বৌ-বাচ্চা নিয়ে বাঁচতে পারতাম। না হয় আমাকে বাঁচতে দেবে না আন্ডারওয়ার্ল্ডের অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। বান্দরবানে আমাদের জাতির লোক খুব কম। সেই হিসেবে জিউ জিউ ময়কে অনেক দিনের চেনা। আজ আমার এতো বিপদ ডেকে আনলো। বাঁচবো কি না জানি না। বেরুলে আবার আর্মি সোর্সের কাজ করবো।'

বৃহত্তর চট্টগ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ডের সকল তৎপরতার সঙ্গে নাম আসে

ইউপিডিএফের। এ সংগঠনটি বরাবরই বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনায় এসেছে প্রকাশ্যে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিসেবে ইউপিডিএফের প্রতিষ্ঠা। সাম্প্রতিক সময়ে এই সংগঠনের আন্ডারওয়ার্ল্ডকেন্দ্রিক মূল কার্যক্রম সীমিত হয়ে এসেছে স্বীকার করা হলো সপ্তাহখানেক আগে খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ নতুন নেতৃত্বের এক প্রেস কনফারেন্সে। বৃহত্তর চট্টগ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ড চোরাচালান, অস্ত্র পাচার, অপহরণ, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস সব অপকর্মেই বিভিন্ন সময়ে ইউপিডিএফের নাম এসেছে। সম্প্রতি 'হিট লিস্ট' নিয়ে আলোচিত হচ্ছে ইউপিডিএফ, ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের অস্ত্র হবে কি এ হিট লিস্ট?

গত অক্টোবর-নবেম্বর '০৩ সেনাবাহিনী থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পার্বত্য সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় নাগরিকদের বসতবাড়ি রয়েছে। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটি অংশের সঙ্গে অস্ত্র ব্যবসায় জড়িত ইউপিডিএফের ক্যাডার বাহিনী। খাগড়াছড়ি জেলা সদরের ৫০ কি.মি থেকে ১৫০ কি.মি গভীরে এদের বসবাস। গহিন অরণ্যে এদের নিরাপদ সামরিক প্রশিক্ষণ যেন ওপেন সিক্রেট। এদের সঙ্গে বৃহত্তর চট্টগ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ডের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিয়মিত লেনদেন রয়েছে। এখানে ইউপিডিএফ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। চট্টগ্রামের মাদ্রাসাকেন্দ্রিক জঙ্গি সন্ত্রাসী ট্রেনিং, জামায়াত-সাকাচৌ ক্যাডার বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে তাদের যোগাযোগ।

পাবর্ত্য জনসংহতি সমিতি দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় জুম্ম জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় (সন্তু) লারমার নেতৃত্বে জেএসএসের সুসংগঠিত কার্যক্রমের বিপরীতে দাঁড়িয়ে ইউপিডিএফ চেষ্টা করেছে অস্ত্র ব্যবসা, চাঁদাবাজি, অপহরণ, সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রভাব খাটাতে। ফল হয়েছে বিপরীত। ইউপিডিএফের মূল ঘাঁটি খাগড়াছড়িতে বদলে গেছে নেতৃত্ব। দলে ভাঙন, মতবিরোধ, আধিপত্যের লড়াই সৃষ্টি করেছে জনবিচ্ছিন্নতা। জমজমাট অস্ত্র ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের নেতৃত্ব হয়েছে সীমিত।

অস্তিত্বের সংকট, ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত জিইয়ে রাখছে তৃতীয় শক্তি পোশাকি বাহিনী। পার্বত্য চট্টগ্রামে পোশাকি বাহিনীর স্থায়ী অবস্থান অটুট রাখতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে। প্রকাশ্যে ইউপিডিএফ এখন অনেকটাই কোণঠাসা। এতোদিনের ভ্রান্ত রাজনীতি, ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের প্রকাশ্য রূপ সবারই জানা হয়ে গেছে। খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফের সর্বশেষ সংবাদ সম্মেলনে স্বীকার করা হয় দলের সাম্প্রতিক ভঙ্গুর অবস্থানের কথা। জানানো হয় মূল নেতা প্রসিত অনেকটাই দল থেকে দূরে সরে গেছেন, ঢাকায় অবস্থান করছেন। সঞ্চয় অন্যতম মূলনেতা- এখন দেশের বাইরে। মহালছড়ি সদর ইউপি চেয়ারম্যান ইউপিডিএফ নেতা এবং আন্তর্জাতিক অস্ত্র চোরাচালান দলের সদস্য আর্কিমিডিস চাকমা তার এলাকায় অনিয়মিত। সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে মূল কাঠামোতে ভাঙন ধরেছে। ইউপিডিএফের আন্ডারওয়ার্ল্ডের ক্যাডার বাহিনীর অনেকেই বেরিয়ে এসেছেন প্রকাশ্যে। প্রত্যাখ্যান করেছেন ভ্রাতৃঘাতী ভ্রান্ত রাজনীতি।

স্থানীয় সূত্রমতে, একটুকরো লাকড়ি, একটি ছাগল- যাই বেচাকেনা হোক না কেন, চাঁদা দিতে হতো ইউপিডিএফকে। আশির দশকের সামরিক নির্যাতন নির্মমভাবে গেঁথে আছে সাধারণ পাহাড়িদের অন্তরে। আগস্ট '০৩ তারিখে মহালছড়িতে ব্যাপক অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ পরিবারকে নিঃস্ব করা হয়। এ ঘটনায় ইউপিডিএফ এবং সামরিক বাহিনীকে দায়ী করে নির্যাতিত জনগণ।

এ নির্মমতাকে পুঁজি করে প্রায় ১০১ বছরের মহালছড়ি বাজার আজ প্রায় দেড় বছর যাবৎ শূন্য। দুর্গম জনপদ থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পাহাড়ি নেতৃত্বের অন্যায় যুক্তির কাছে হার মেনে আসছে না বাজারে। খাগড়াছড়ি ইউপিডিএফ ইউনিট প্রধান অনিল চাকমা সরে গেছেন নেতৃত্ব থেকে । সরে পড়েছেন অনিমেষ চাকমা। এসেছে নতুন নেতৃত্ব। তীব্র সংকটের মুখে ইউপিডিএফ অস্তিত্ব বাঁচাতে করেছে হিট লিস্ট।

প্রায় দিন দশেক আগে খাগড়াছড়ি পার্বত্য সীমান্ত এলাকায় দু'পক্ষে গোলাগুলি হয়। জাতীয় দৈনিকে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়। নিগৃহীত হয় সাংবাদিক। সামরিক বাহিনী থেকে এ তথ্য প্রমাণ করতে বলা হয়। এভাবে কঠোর গোপনীয়তার মাধ্যমে ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে সীমান্ত অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলোর দখলদারিত্ব, অস্ত্র ব্যবসায়ীদের অব্যাহত তৎপরতা। প্রচার মাধ্যমকে বাধ্য করা হচ্ছে কঠোর গোপনীয়তা পালনে এবং সামরিক বাহিনীর পাঠানো প্রেস রিলিজ 'সূত্র'বিহীন প্রকাশ করতে। সম্প্রতি ব্যাপক সমালোচনা হয় পিআইবি পরিচালকের উপস্থিতিতে খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবে সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে।

ইউপিডিএফ মূলত পার্বত্য সীমান্ত অঞ্চলে অস্ত্র ব্যবসা এবং চাঁদাবাজি, অপহরণসহ সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সঙ্গে জোটবদ্ধ সন্ত্রাসেও অভিযুক্ত হয়েছে ইউপিডিএফ অসংখ্যবার। সম্প্রতি ইউপিডিএফের তৈরি হিট লিস্ট আলোচিত হচ্ছে। অস্তিত্ব সংকটের মুখে নিরীহ মানুষের প্রাণ হরণের মধ্য দিয়েই কি দলীয় সাফল্যের আশা করছে ইউপিডিএফ? তৃতীয় শক্তির নির্দেশনা ইউপিডিএফের বিপর্যয় আরো ত্বরান্বিত করার পথ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট অনেকে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ইউপিডিএফ নেতা জেএসএসের 'নিরাপত্তা' টোকেন নিয়ে সাধারণ নাগরিক জীবনে ফিরে এসেছে বলে সূত্রে প্রকাশ। খাগড়াছড়ির ঘাঁটি ছিল ইউপিডিএফের প্রাণকেন্দ্র। এই ঘাঁটির দুর্বলতায় প্রকাশ হয়ে পড়ছে ইউপিডিএফের অস্তিত্ব সংকটের প্রকৃত চিত্র।

চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম দিন দিন অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হচ্ছে। পাহাড়ি সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ, জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী, সাকাচৌ বাহিনী সম্মিলিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে জঙ্গি-সন্ত্রাসী-অস্ত্রের নেটওয়ার্ক। এরা সম্পৃক্ত মাদক এবং স্বর্ণ চোরাচালানের সঙ্গেও। একজন লালমুন ক্ষং বা ভাগিনা রমজান ধরা পড়ছে। স্বীকার করছে অপরাধের কথা, বলছে গডফাদারদের নাম। সন্ত্রাসী আহমইদ্যারা নিহত হচ্ছে। কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে প্রকৃত অপরাধী গডফাদার শাহজাহান চৌধুরীরা। তারা তৈরি করছে নতুন নতুন সন্ত্রাসী। এভাবেই চলছে চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতি-সন্ত্রাস-অস্ত্র-মাদক স্বর্ণের বাণিজ্য।

জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডার বাহিনী, সাকাচৌ বাহিনী সম্মিলিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে জঙ্গি-সন্ত্রাসী-অস্ত্রের নেটওয়ার্ক। এরা সম্পৃক্ত মাদক এবং স্বর্ণ চোরাচালানের সঙ্গেও। একজন লালমুন ক্ষং বা ভাগিনা রমজান ধরা পড়ছে। স্বীকার করছে অপরাধের কথা, বলছে গডফাদারদের নাম। সন্ত্রাসী আহমইদ্যারা নিহত হচ্ছে। কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে প্রকৃত অপরাধী গডফাদার শাহজাহান চৌধুরীরা